পলিসি ব্রিফ
৯৭/ ২০২০
অক্টোবর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যার অংশ হিসেবে সম্প্রতি টিআইবি 'ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকিং খাতের তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত এ গবেষণাটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য দলিলসমূহ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও (www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6143-2020-09-22-04-30-02) পাওয়া যাবে।

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, সরকারি নীতি ও কৌশলসমূহে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, ব্যাংক তদারকি কার্যক্রমে ঋণ খেলাপি ও ব্যবসায়ীদের একাংশের প্রভাব ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশ ব্যাংকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ঘাটতি, আইনগত সীমাবদ্ধতা, তদারকি কার্যক্রমে সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্বৃত্তায়ন এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে যা এমনকি নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকেও খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে।

ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কার ও তার কার্যকর প্রয়োগ ব্যাংকিং খাতের এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহয়াক হিসেবে এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো এবং নিম্নের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো।

প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সার্বিক	
১. ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন করতে হবে। উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে, যেখানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে	অর্থ মন্ত্রণালয়

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন সংক্রান্ত	
২. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৫৮ ও ৭৭ ধারা সংশোধন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীদের ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ এবং ব্যাংক-কোম্পানীর পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে	
৪. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েমে সহায়ক এমন সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- একই পরিবারের একাধিক সদস্য ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবে না পরিচালক পদে একাদিক্রমে নয় বছর মেয়াদে নিয়োগের বিদ্যমান বিধান বাতিল করতে হবে। পরিচালক পদের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ তিন বছর এবং মেয়াদ শেষে তিন বছর বিরতি সাপেক্ষে পুণঃনিয়োগ করা যাবে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে ১৩ জন করতে হবে এবং যার এক তৃতীয়াংশ হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত আমানতকারীদের প্রতিনিধি	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫. ইচ্ছেকৃত ঋণখেলাপির সংজ্ঞা ও এক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক
৬. সমগ্র ব্যাংকিং খাত থেকে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণ সীমা নির্ধারণ করতে হবে	
৭. রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধান করতে হবে	
৮. বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ এর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পরিচালক নিয়োগের বিধান ব্যাংক কোম্পানী আইনের পরিচালক নিয়োগের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে	
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ সংক্রান্ত	
৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালানা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা তৈরি করতে হবে যেখানে অনুসন্ধান কমিটির গঠন এবং দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট পদসমূহে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে	অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসন বিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে	
১১. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি করে সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে	
প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন ও ব্যাংকিং নীতি সংশোধন সংক্রান্ত	
১২. আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে	বাংলাদেশ ব্যাংক
১৩. ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ সর্বদা বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ নজরদারির মাধ্যমে অনুমোদন করার ব্যবস্থা রাখতে হবে	
১৪. আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন সকল নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণিকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে	
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত	
১৫. সংসদের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মুক্ত অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ত, এর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্ষদের ভোট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে	বাংলাদেশ ব্যাংক
১৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে	
১৮. বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সংক্রান্ত	
১৯. ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগসমূহের শূন্য পদসমূহ পূরণ করতে হবে	বাংলাদেশ ব্যাংক
২০. ব্যাংক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে	
২১. পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তাবায়ন করতে হবে	
২২. তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh